রেফ্রিজারেটর, ওয়াসিং মেসিন, এয়ার কুলার, এয়ার কন্ডিশনার। ০% কিস্তিতে, শর্ত প্রযোজ্য
আলোঘর
বড়বাজার চক (বেরহপুর), মেদিনীপুর শহর, ফোন- ২৭৫৪৫৫

বিপ্লবী নিরপেক্ষ নয় জনগণের পক্ষে
সব্যসাচী
প্রথম শ্রেণির দৈনিক

জে.কে. প্রিন্টার্স
ফ্লেক্স। ডিজিট্যাল। মাল্টিকালার অফসেট
7908311620

৩৬ তম বর্ষ ১২ সংখ্যা মঙ্গলবার ১৫ আগস্ট ২০২৩ ২৯ শ্রাবণ ১৪৩০ ২.৫০ টাকা • রেজি নং- আর. এন. ৪৮০৮৫/৮৮ ফোন :২৬৩১৩২, ফ্যাক্স : ০৩২২২-২৬৩৮৯৭ www.biplabisabyasachi.com http://m.facebook.com/biplabisabyasachi.

৩০৯ জন নাবালিকার বিয়ে আটকেছে কন্যাশ্রীরা : জেলাশাসক

কন্যাশ্রী প্রকল্পে জেলায় প্রথম স্থান পেল সোনাখালি হাইস্কুল ও সিটি কলেজ , সংবর্ধনা

পত্রিকা প্রতিনিধি : নাবালিকা বিয়ে রুখে শিক্ষায় এগিয়ে যেতে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। যার মধ্যে কন্যাশ্রী বিশ্ব দরবারে শিরোপা পেয়েছে। কন্যাশ্রী প্রকল্পে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে বিদ্যালয়গুলিতে প্রথম হল দাসপুরের সোনাখালি হাইস্কুল। কলেজগুলির মধ্যে মেদিনীপুর সিটি কলেজ। প্রতিবছর জেলা প্রশাসনের বিচারে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার জেলাগুলিতে ২০১৩ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এই পুরস্কার দিয়ে আসছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে। সেই বিচারে দশম বর্ষ কন্যাশ্রী দিবসে জেলার মধ্যে নজরকাড়া সাফল্য পেল সোনাখালি হাইস্কুল। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মালবিকা পাল বলেন, " ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে কন্যাশ্রী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা যেটা ছিল সেটা আমরা রূপায়ণ করতে পেরেছি। আমরা ২৪৯টি কে-১, ১১৮টি কে-২ রিনিউ করেছি। সেই বিচারেই আমরা জেলার মধ্যে প্রথম হয়েছি। এই পুরস্কার শুধু কন্যাশ্রী নয়, আমাদের স্কুলকে সমস্ত দিক থেকেই খুব উৎসাহিত করবে।" অন্যদিকে উচ্চশিক্ষার কলেজগুলিতে পাঠরত ছাত্রীদের নিরিখে প্রথম শালবনি ব্লকের অধীন মেদিনীপুর সিটি কলেজ। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এই কলেজে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রায় চার হাজারের অধিক ছাত্রী পড়াশোনা করে। ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে উচ্চশিক্ষার কন্যাশ্রী প্রকল্পে তৃতীয় স্থান পেয়েছিল, এবার প্রথম হয়েছে। এই সাফল্যে স্বভাবতই খুশি অধ্যক্ষ সুদীপ্ত চক্রবর্তী সহ কলেজের সমস্ত শিক্ষক- শিক্ষিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা। সোমবার জেলা পরিষদের শহিদ প্রদ্যোৎ স্মৃতি সদনে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মানস ভুঁঞ্যা, প্রতিমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত, জেলাশাসক খুরশিদ আলি কাদেরী, জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি সহ অন্যান্য আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিরা। সিটি কলেজের কর্ণধার প্রদীপ ঘোষ বলেন, " আমরা আমাদের মেয়েদের নিরন্তর শিক্ষা দিয়ে থাকি যাতে তারা মূল শিক্ষার আঙিনা থেকে পড়তে পড়তে ড্রপ আউট না হয়। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কিত শীর্ষক আলোচনা বিষয়ক কর্মসূচি ক্যাম্পাসে প্রায় সময়ই আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি আগামী দিনে আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করবে। আমরা বিদ্যাসাগরের জেলার বহুসংখ্যক ছাত্রীকে সেই পরামর্শে উদ্বুদ্ধ করবো তারা যাতে উচ্চ শিক্ষার অঙিনায় আসে।" জেলাশাসক বলেন, " এবছর ৩০৯ জন নাবালিকার বিয়ে আটকেছে কন্যাশ্রীরা। এখন পর্যন্ত জেলায় একুশ শতাংশে নাবালিকা গর্ভবতী। তবে আগের থেকে নাবালিকা বিবাহ কমানো গিয়েছে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়ায়। এটা বিদ্যাসাগরের জেলা, শিক্ষা প্রসারের পাশাপাশি এখানে জিরো শতাংশে বাল্যবিবাহ করার প্রতিজ্ঞা নিতে হবে আমাদের।

জেলা জুড়ে ১৪ আগস্ট সাড়ম্বরে পালিত হল কন্যাশ্রী দিবস

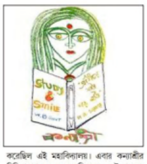

৩৬৫ দিন। পশ্চিম মেদিনীপুর। ছাত্রীদের সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্প শুরু হয় ২০১৩ সাল থেকে, যা আজও সচল। সারা রাজ্যে ১৪ই আগস্ট দিনটি পালিত হয় কন্যাশ্রী দিবস হিসেবে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার হরিবপুর সরস্বতী বিদ্যামন্দির হাইস্কুল (উচ্চ মাধ্যমিক) কন্যাশ্রী প্রকল্পকে সামনে রেখে সোমবার তথা ১৪ ই আগস্ট ২০২৩ দুপুরে এক শোভাযাত্রার আয়োজন করে। শোভাযাত্রায় ছাত্রীরা তাদের সবুজসাথী সাইকেল নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেয়। তাদের হাতে ছিল কন্যাশ্রী প্রকল্পের নানা পোস্টার, ব্যানার। শোভাযাত্রা শেষে এক আলোচনাসভারও আয়োজন করা হয়। সভার সূচনা সংগীত পরিবেশন করেন শিক্ষিকা বনশ্রী পড়িয়া ও স্বাতী মণ্ডল। কন্যাশ্রী ক্লাবের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মালা মজুমদার ও কন্যাশ্রী ক্লাবের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষিকা পাপিয়া সরকার। উল্লেখ্য, এই কন্যাশ্রী প্রকল্প চালু হওয়ার পরে বিশেষ করে ছাত্রীদের স্কুলছুটের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। গত দশ বছর ধরে কন্যাশ্রী প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন ৮১ লাখ ১৮ হাজার ৩৪৫ জন ছাত্রী। এই অর্থবর্ষে কন্যাশ্রী প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে খরচ করা হয়েছে ১৬ হাজার কোটি টাকা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মালা মজুমদার জানান, স্বল্পসরকারি এই কন্যাশ্রী প্রকল্পের ইতিবাচক দিকগুলো আমরা তুলে ধরতে চাইছি, যাতে ছাত্রীরা স্বনির্ভর হতে পারে। অন্যদিকে প্রশাসনের বিচারে কন্যাশ্রী প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কলেজ গুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলো মেদিনীপুর সিটি কলেজ। প্রতিবছর জেলা প্রশাসনের বিচারে কলেজগুলিতে পাঠরত ছাত্রীদের নিরিখে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে। কন্যাশ্রীর দশম বছর উপলক্ষ্যে কন্যাশ্রী দিবসে জেলার কলেজ গুলির মধ্যে নজর কাড়া সাফল্য পেল শালবনি ব্লকে অবস্থিত মেদিনীপুর সিটি কলেজ। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এই কলেজে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রায় চার হাজারের অধিক ছাত্রী পড়াশোনা করে এই কলেজে। ২০২১ - ২০২২ শিক্ষাবর্ষেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে উচ্চশিক্ষার কন্যাশ্রী প্রকল্পে তৃতীয় স্থান দখল করেছিল এই মহাবিদ্যালয়। এবার কন্যাশ্রীর নিরিখে প্রথম হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের এই সাফল্যে স্বভাবতই খুশি অধ্যক্ষ সুদীপ্ত চক্রবর্তী, সকল অধ্যাপক- অধ্যাপিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা। সোমবার ১৪ই আগস্ট কন্যাশ্রী দিবসে মেদিনীপুর শহরের শহীদ প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার কলেজের অধ্যক্ষ সুদীপ্ত চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার ডিএম খুরশিদ আলি কাদেরী, বিভিন্ন বিভাগের এডিএম গণ, সিএমওএইচ ডাঃ সৌম্য শংকর সারেঙ্গী, রাজ্যের মন্ত্রী ডাক্তার মানস রঞ্জন ভুঁইয়া, রাজ্যের প্রতি মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলার বিধায়ক গণ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

খড়িবাড়ি ব্লক

শহরকে পেছনে ফেলে গ্রামীন এলাকার বাজিমাত! কন্যাশ্রী যেভাবে ছিনিয়ে নিলো খড়িবাড়ি ব্লক। সোমবার শিলিগুড়িতে কন্যাশ্রী দিবস পালন। দার্জিলিং জেলায় কন্যাশ্রী প্রকল্পের সেরা ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয় খড়িবাড়িকে। জানা গিয়েছে খড়িবাড়ি ব্লকে প্রতিটি স্কুল কলেজে কন্যাশ্রী প্রকল্প চলতি বছরে ব্যাপক সাফল্য হাসিল করেছে। সীমান্ত লাগোয়া, প্রত্যন্ত গ্রামীন এই এলাকা থেকে একাধিক কন্যাশ্রী ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষায় পা বাড়িয়েছে যা দৃষ্টান্ত। একাধিক চা বলয়ের ক্ষেত্রেও এই উজ্জ্বল উদাহরণ রয়েছে। সেই পরিসংখ্যানকে ধরেই এবারে জেলার মধ্যে খড়িবাড়ি ব্লককে সেরা ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পাশাপাশি এদিন শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে পুরস্কৃত করা হয় জেলার ছয়টি স্কুল কলেজকে। দার্জিলিং জেলার সমতলের মহাবিদ্যালয়গুলির মধ্যে প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে শিলিগুড়ি কলেজ, সূর্যসেন মহাবিদ্যালয় এবং মুন্সি প্রেমচন্দ্র কলেজ। একই সঙ্গে জেলার সমতলের স্কুল গুলির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে শিলিগুড়ি বালিকা বিদ্যালয় যথাক্রমে দ্বিতীয় তৃতীয় স্থানে রয়েছে জ্যোৎস্নাময় উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা ইংলিশ স্কুল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক প্রিয়াংকা সিং, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, শিলিগুড়ি তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকেরা। এদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কন্যাশ্রী দিবস তিনটি উদযাপন করেন স্কুল কলেজের ছাত্রীরা। শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক প্রিয়াঙ্কা সিং বলেন- মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২০১৩ সালের বাংলার মেয়েদের শিক্ষায় অগ্রসরে নেওয়া প্রকল্প আজ বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।

পূর্ব মেদিনীপুর

পূর্ব মেদিনীপুরের দেশপ্রাণ মহাবিদ্যালয় এর পক্ষ থেকে দশম কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হয়, মেয়েরা সাইকেল র‍্যালি এবং পদ যাত্রার মাধ্যমে কন্যাশ্রী দিবস পালন করা হয় ।এই কন্যাশ্রী দিবসে প্রায় হাজার ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এছাড়া যুবশ্রীর প্রায় ৫০০ জন ছাত্ররা এই র‍্যালিতে যোগদান করে পুরো র‍্যালিটি সহযোগিতা করে কলেজের ছাত্র সংসদ। এই র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যাপক মোঃ ওমর, নির্মল বর্মন, শুভজিৎ সিং, নেটিন সিং, কলেজ পরিচালনা কমিটির সদস্য সৌম্য মাইতি, এছাড়া শিক্ষক শিবপ্রসাদ মাইতি, সঞ্জয় বেরা, পারমিতা বেরা, রুপালী সাহু, অর্চনা পণ্ডা, চিত্রলেখা সি, শিউলি খাটুয়া। ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে ছিল অরণ্য বর, শেখ জাবেদ, ইউনিট সভাপতি নিমাই দাস, শেখ জালাল, শেখ মুন্না, প্রত্যুষা পাত্র, অনুষ্কা অধিকারী ,কৃষ্ণা দাস ,সৌরভ কর, নিতাই বারিক, অন্যান্য জন, কলেজ গেটের কাছ থেকে এই র‍্যালিটি বেরোয় এবং ১১৬ বি জাতীয় সড়ক ধরে দুরমুঠ গ্রামে প্রদক্ষিণ করে এই র‍্যালিটি কলেজে আবার শেষ হয়।

সংবাদ নয়া জামানা
বাংলা আজ যা ভাবে
২৯ শ্রাবণ ১৪২৯ মঙ্গলবার ।।১৫ আগস্ট ২০২৩।।১০ তম বর্ষ ৫৭ সংখ্যা।।

সম্পাদকীয়

আবেদন

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় হস্টেলে ছাত্রমৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনায় যে আলোড়ন দেখা দিয়েছে, তা অত্যন্ত সঙ্গত, জরুরি। তদন্তের দাবি, দোষীদের শাস্তির দাবি উঠে আসছে প্রবল ভাবে। কিন্তু একটি কথা এই সময়ে নাগরিক সমাজকেও মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। শুধুমাত্র কয়েক জন দোষী আবাসিক ছাত্রকে কাঠগড়ায় তুললেই সঙ্কটের শেষ হবে, এমন ভাবা কিন্তু নিজেদের মিথ্যা প্রবোধ দেওয়া। এই সঙ্কট আসলে একটি পরিব্যাপ্ত সামাজিক রোগ, যার উৎস কোথায় আর তার প্রকোপ কতখানি, সেটি চিহ্নিত করা দরকার। না হলে আরও অনেক স্বপ্নদীপ এর শিকার হতে পারে। কেবল ছাত্রসমাজ নয়, পরবর্তী প্রজন্মের আরও বড় বড় ক্ষতি ঘটে যেতে পারে। অতিপরিচিত পারস্পরিক চাপান-উতোরের পথে আসল কাজটা যেন হারিয়ে না যায়। স্নাতক প্রথম বর্ষের ছাত্রটিকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার তিন দিনের মধ্যে কেন প্রাণ হারাতে হল, সেটা ক্রমে পরিষ্কার হচ্ছে। যতগুলি বয়ান সংবাদমাধ্যমের গোচর হয়েছে, তাতে যৌন উৎপীড়নের বিষয়টি নিয়ে সংশয় নেই। কোন ধরনের র‍্যাগিংয়ের রেওয়াজ যাদবপুর ও অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান, সেটা সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন পড়ুয়ার বয়ান থেকে দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে, এই বাস্তবতা কি কর্তৃপক্ষ জানেন না? যদি না জানেন, সেটা তাঁদের অপরিসীম উদাসীনতা, যেটাকে অপরাধ বলে গণ্য করা যায়। ঘটনার রাতে কর্তৃপক্ষকে ফোন করার পরেও কেউ যে সে ভাবে নড়ে বসেননি, সে কথা শুনে সিদ্ধান্ত করতেই হয়, তাঁদের অপরাধ দোষী ছাত্রদের চেয়ে কম নয়। আর বাস্তব পরিস্থিতি জানা সত্ত্বেও তাঁরা বছরের পর বছর এই ট্র্যাডিশন চলতে দিয়েছেন; এও এক অমার্জনীয় অপরাধ। এর একটি কারণ কি এই নয় যে, ছাত্র ও কর্তৃপক্ষ, সকলের মধ্যেই এখনও পর্যন্ত স্বাধীনতার ধারণাটিই বড় গোলমেলে। স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা আর উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের নামে নীতি-পুলিশি, এই দুই চরমপন্থার বাইরে কোনও পরিসর তৈরি হয় না। স্বাধীনতা বলতে যে অন্যকে স্বাধীনতা দেওয়া, এটা এখনও নাগরিক জীবনে ভাবনার পরিধিতে নেই। তারই খেসারত হিসাবে স্বপ্নদীপরা হারিয়ে যায় চিরতরে। স্বপ্নদীপ বার বার বলে চলেছিল, সে সমকামী নয়। কোন প্ররোচনা থেকে তাকে এ কথা বার বার বলতে হল, সেটুকু অনুমান করা দুঃসাধ্য নয়। এখানেই নিপীড়নের প্রশ্নটি অতিক্রম করে একটি বৃহত্তর স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠে আসে। এবং এই স্বাধীনতার মধ্যে যৌন স্বাধীনতা ও মর্যাদাও পড়ে বইকি। দেশের অন্যতম অগ্রণী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান যদি আজও তার পড়ুয়াদের একটা বড় অংশের মধ্যে সেই সচেতনতার প্রসার না ঘটাতে পেরে থাকে, তা হলে প্রতিষ্ঠান সেই ব্যর্থতার দায় স্বীকার করুক। অভিভাবক সমাজ যদি সন্তানদের অন্যকে স্বাধীন মর্যাদা দেওয়ার শিক্ষা দিতে না পেরে থাকেন, তা হলে তাঁরা এই অবকাশে নিজেদের 'খুনি' বলে স্বীকার করুন। প্রত্যক্ষ অপরাধীরা শাস্তি পাওয়ার দাবির পাশে এগুলিও অত্যন্ত জরুরি দাবি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামডাক সর্বজনবিদিত। পড়ুয়াদের সাফল্যের জন্যও বটে, আবার বিভিন্ন প্রতিবাদ আন্দোলনে, সাংস্কৃতিক কর্মসূচিতে তার অগ্রণী ভূমিকার জন্যও বটে। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের ছাত্র আবাসে বছরের পর বছর ধরে দাদাগিরি আর দিদিগিরির ঘুঘুর বাসা লালিত হয়ে আসছে? বাইরে থেকে ছেলেমেয়েরা এখানে অনেক স্বপ্ন নিয়ে পড়তে আসে। ছাত্র আবাসগুলি যদি এই ভাবে সামাজিক ডারউইনীয় তত্ত্ব প্রয়োগের পরীক্ষাগার হয়ে ওঠে, এবং তার সঙ্গে দলবাজি, ইউনিয়নবাজি, বিভাগীয় আধিপত্য, এলাকাভিত্তিক 'বেরাদরি' মিলেমিশে হরেক চোরাস্রোত তৈরি করে, তা হলে তা প্রতিহত করার দায়িত্ব কার? যে পড়ুয়া মিছিলের প্রথম সারিতে সামাজিক ন্যায়ের দাবিতে গলা ফাটাচ্ছে, সে-ই হস্টেলে ফিরে নিজস্ব 'খাপ পঞ্চায়েত' বসাচ্ছে এবং মিছিলের মুখ হয়ে ওঠার সুবাদে বেশি করে কলার তুলছে। প্রত্যন্ত এলাকা থেকে পড়তে আসা, ইংরেজিতে কাঁচা যে ছাত্র প্রেশিকক্ষে অপরীকরণের মুখে পড়ছে, হস্টেলের নিজস্ব

লালকেল্লা বিশেষ

১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিবছ হাত দিয়ে জাতীয় পতাকা উ উত্তোলনের কাজ যাতে বিন বিশেষ দিনে ভারতের প্র লালকেল্লায় জাতীয় পতা ইতিহাস। আর সেই ইতিহা তিরঙ্গা পতাকা। আর একদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লাল উত্তোলন করবেন। প্রধান রয়েছে বিশেষ ইতিহাস। ব্যবহৃত

১৯৪৭ সাল থেকে প্রতিবছর ১৫ আগস্ট লালকেল্লার উপর থেকে দেশের প্রধানমন্ত্রীর হাত দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিবছর বিশেষ মহড়ার মধ্যে দিয়ে পতাকা উত্তোলনের কাজ যাতে বিনা বাধাতে সম্পন্ন হয়, তা নিশ্চিত করা হয়। স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ দিনে ভারতের প্রায় সব স্থানেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। যদিও লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত সেই দড়ির রয়েছে বিশেষ ইতিহাস। আর সেই ইতিহাসের উপরেই প্রতিবছর উত্তোলিত হয় ভারতের অত্যন্ত গর্বের তিরঙ্গা পতাকা। আর একদিন পর দেশের ৭৬ তম স্বাধীনতা দিবস পালন করবে দেশবাসী। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লালকেল্লা থেকে দেশের ঐতিহ্য ও রীতি মেনেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। প্রধানমন্ত্রীর হাতে উত্তোলিত গর্বের সেই পতাকায় ব্যবহৃত দড়ির রয়েছে বিশেষ ইতিহাস। লালকেল্লা থেকে যে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়, তাতে ব্যবহৃত দড়ির জন্য কোনো টাকা নেওয়া হয় না। দিল্লির কুতুব রোডের সদর বাজার তেলিওয়াড়ায় গোর্খি মল ধনপত রায় জৈন ফার্ম থেকে এই বিশেষ দড়ি সরবরাহ করা হয়। পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালে ভারতে এলে কিংসওয়ে ক্যাম্পে দিল্লি দরবার অনুষ্ঠিত হয়। সেই থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি চলছে। ওই ফার্মের বর্তমান প্রজন্ম নরেশ চাঁদ জৈন। ফার্ম সূত্রে জানা যাচ্ছে ১৯৪৭ সাল থেকে স্বাধীনতা দিবসে প্রধানমন্ত্রীর কাছে এবং ১৯৫০ সাল থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসে রাষ্ট্রপতির কাছে দড়ি পাঠানো হয় তাদের ফার্ম থেকে। যদিও আজও এই দড়ির নির্মাণশৈলী নিরাপত্তার কারণে অপ্রকাশিত রাখা হয়েছে। ক্ষেত্রে বাজপেয়ী সরকার থাকার সময় ২০০১ সালে প্রথমবার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিনামূল্যে এই ফার্ম থেকে দড়ি দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে দেশের প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতিকে তারা বিনামূল্যে তিরঙ্গা উত্তোলনের জন্য দড়ি পাঠিয়ে আসছেন। সূত্রে জানা যায়, বিশেষ পদ্ধতি ও গোপনীয়তার সঙ্গে যত্নসহকারে নির্মিত হয় এই বিশেষ দড়ি।
প্রতিবছর বিনামূল্য এই দড়ি পাঠানো হয়। স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে সেই দড়ি আবার সরকার তাদেরকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। যা বর্তমানে একটি জাতীয় ঐতিহ্য হিসাবেই

কন্যাশ্রীতে কলেজ স্তরে সেরার শিরোপা পেল মেদিনীপুর সিটি কলেজ

নয়া জামানা, মেদিনীপুর: জেলা প্রশাসনের বিচারে কন্যাশ্রী প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কলেজ গুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলো মেদিনীপুর সিটি কলেজ। প্রতিবছর জেলা প্রশাসনের বিচারে কলেজগুলিতে পাঠরত ছাত্রীদের নিরিখে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।কন্যাশ্রীর দশম বছর উপলক্ষ্যে কন্যাশ্রী দিবসে জেলার কলেজ গুলোর মধ্যে নজর কাড়া সাফল্য পেল শালবনি ব্লকে অবস্থিত মেদিনীপুর সিটি কলেজ। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এই কলেজে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজারের কাছাকাছি। তার মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রায় চার হাজারের অধিক ছাত্রী পড়াশোনা করে এই কলেজে।
২০২১ - ২০২২ শিক্ষাবর্ষেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে উচ্চশিক্ষার কন্যাশ্রী প্রকল্পে তৃতীয় স্থান দখল করেছিল এই মহাবিদ্যালয়। এবার কন্যাশ্রীর নিরিখে প্রথম হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের এই সাফল্যে স্বভাবতই খুশি অধ্যক্ষ সুদীপ্ত চক্রবর্তী, সকল অধ্যাপক- অধ্যাপিকা
থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা। সোমবার ১৪ই আগস্ট কন্যাশ্রী দিবসে শহীদ প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার কলেজের অধ্যক্ষ সুদীপ্ত চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার ডিএম খুরশিদ আলি কাদেরী, বিভিন্ন বিভাগের এডিএম গণ, সিএমওএইচ ডাঃ সৌম্য শংকর সারেঙ্গী, মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলার বিধায়ক গণ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণধার প্রদীপ ঘোষের একক চেষ্টায় গড়ে ওঠা মেদিনীপুর সিটি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমানে কুড়িটি বিভাগে স্নাতক পড়ানো হয়, স্নাতকোত্তর স্তরে উনিশটি বিষয়ে পাঠদান হয়ে থাকে। এই কলেজ থেকে বর্তমানে ৩৭ জন গবেষক বিভিন্ন বৃত্তি নিয়ে গবেষণার নিরন্তর কাজ করে চলেছেন। মহাবিদ্যালয়ের কর্ণধার প্রদীপ ঘোষ বলেন, "আমরা আমাদের মেয়েদের নিরন্তর শিক্ষা দিয়ে থাকি যাতে তারা মূল শিক্ষার আঙিনা থেকে পড়তে পড়তে ড্রপ আউট না হয়। বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কিত শীর্ষক আলোচনা বিষয়ক কর্মসূচি ক্যাম্পাসে বিভিন্ন বিভাগ প্রায় সময়ই আয়োজন করে থাকে। এই পুরস্কারপ্রাপ্তি আগামী দিনে আমাদের আরও অনুপ্রাণিত করবে, আমরা বিদ্যাসাগরের জেলার বহু সংখ্যক ছাত্রীকে সেই পরামর্শে উদ্বুদ্ধ করবো। তারা যাতে উচ্চ শিক্ষার আঙিনায় আসে।" উল্লেখ্য কন্যাশ্রীর প্রকল্পে কলেজ স্তরে জেলা পর্যায়ে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে যথাক্রমে নাড়াজোল রাজ কলেজ এবং বেলদা কলেজ।

উপত্যকা / ১৫ আগষ্ট ২০২৩ /২

উপত্যকা
৩৭ বর্ষ ২১২ সংখ্যা ২৯ শ্রাবণ ১৪৩০ মঙ্গলবার

বন্দেমাতরম

আজ ভারতের স্বাধীনতা দিবস। এই দিনে ভারতবাসীর মনে এক উম্মাদনার সৃষ্টি হয়। অথচ দুঃখের বিষয় যারা প্রানের বিনিময়ে দেশকে স্বাধীন করলেন তাদের যথাযোগ্য সম্মান আমরা দিতে পারিনি। আমরা পরিনি সুভাষচন্দ্র বসুর অন্তর্ধান রহস্য উম্মোচন করতে। যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন স্বাধীনতার যোদ্ধারা তাদের স্বপ্নপূরণ হয়নি।
আমরা এখনো দেশ থেকে গরিবী দূর করতে পারিনি। এক শ্রেণির মানুষ দেশকে লুঠ করলেও আমরা তাদের নিরস্ত্র করতে অক্ষম। নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানা মত ও পথের দেশ ভারত আজও হিংসায় উম্মত্ত।
বন্দেমাতরম।

দিনলিপি দিনলিপি

দিনপঞ্জিকা
২৯ শ্রাবণ মঙ্গলবার।
চতুর্দশী দিবা ঘ ১২।১৮
পুষ্যানক্ষত্র রাত্রি ঘ ৭।১৭
ব্যতীপাত যোগ রাত্রি ঘ ৭।৪
সূর্যোদয় ৫/১৬
সূর্যাস্ত ৬/৮

আবহাওয়া
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ° সেলসিয়াস
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬ ° সেলসিয়াস
আপেক্ষিক আর্দ্রতা

মেষ : মানহানি।
বৃষ : অহেতুক অর্থব্যয়।
মিথুন : স্বাস্থ্যের অবনতি।
কর্কট : উগ্রতাবৃদ্ধি।
সিংহ : হৃদাদিভোগ।
কন্যা : জলপথে বিপদ।
তুলা : মৎস্যব্যবসায় লাভ।
বৃশ্চিক : বিরক্তির উদ্বেগ।
ধনু : বিরক্তির উদ্বেগ।
মকর : সমৃদ্ধিলাভ।

কন্যাশ্রীর দশম বছর পূর্তি

স্টাফ রিপোর্টার, ১৪ আগস্টঃ জেলা প্রশাসনের বিচারে কন্যাশ্রী প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কলেজ গুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলো মেদিনীপুর সিটি কলেজ।
প্রতিবছর জেলা প্রশাসনের বিচারে কলেজগুলিতে পাঠরত ছাত্রীদের নিরিখে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।কন্যাশ্রীর দশম বছর উপলক্ষ্যে কন্যাশ্রী দিবসে জেলার কলেজ গুলোর মধ্যে নজর কাড়া সাফল্য পেল শালবনি ব্লকে অবস্থিত মেদিনীপুর সিটি কলেজ। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে অবস্থিত এই কলেজে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সাত হাজারের কাছাকাছি।
তার মধ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পের আওতায় প্রায় চার হাজারের অধিক ছাত্রী পড়াশোনা করে এই কলেজে। ২০২১ - ২০২২ শিক্ষাবর্ষেও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মধ্যে উচ্চশিক্ষার কন্যাশ্রী প্রকল্পে তৃতীয় স্থান দখল করেছিল এই মহাবিদ্যালয়।
এবার কন্যাশ্রীর নিরিখে প্রথম হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ের এই সাফল্যে স্বভাবতই খুশি অধ্যক্ষ সুদীপ্ত চক্রবর্তী, সকল অধ্যাপক- অধ্যাপিকা থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা। সোমবার ১৪ই আগস্ট কন্যাশ্রী দিবসে শহীদ প্রদ্যুৎ স্মৃতি সদনে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই পুরস্কার কলেজের অধ্যক্ষ সুদীপ্ত চক্রবর্তীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলার ডিএম খুরশিদ আলি কাদেরী, বিভিন্ন বিভাগের এডিএম গণ, সিএমওএইচ ডাঃ সৌম্য শংকর সারেঙ্গী,মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলার বিধায়ক গণ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

গণমাধ্যম, ১৫ আগস্ট,২০২৩

হিমাচলে ভূমি ধ্বসে মৃত ২১

প্রথম পাতার পর

এখনও চাপা রয়েছেন ১৫-২০ জন পুণ্যার্থী। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলেও আশঙ্কা করছে প্রশাসন।স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার সকালে শিমলার সামার হিলের ওই শিবমন্দিরে অন্তত ৫০ জন পুণ্যার্থী জড়ো হয়েছিলেন। ভারী বর্ষণের কারণে মন্দিরের একাংশ হঠাৎ করেই হুড়মুড়িয়ে ধসে পড়ে। কংক্রিটের নীচে চাপা পড়ে যান মন্দিরের ভিতরে থাকা পুণ্যার্থীদের অনেকে। এখনও পর্যন্ত ৯টি দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে। তবে আরও অনেকে ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে রয়েছেন বলে আশঙ্কা প্রশাসনের। শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজও হিমাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টুইট করে এই দুঃসংবাদ জানান। শিমলার ডেপুটি কমিশনার আদিত্য নেগি সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, ভূমিধসের ঘটনায় অনেক মানুষ মাটিচাপা পড়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। অন্য দিকে, ফাগলি এলাকায় বেশ কয়েকটি বাড়ি মাটির নীচে চাপা পড়ে গিয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।প্রবল বৃষ্টিপাতে মেঘভাঙা বৃষ্টিতে সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে সোলানের ডিভিশনাল কমিশনার মনমোহন শর্মা জানিয়েছেন, রবিবার রাতে মেঘভাঙা বৃষ্টির কবলে পড়ে হিমাচলের সোলান এলাকার জাডোন গ্রাম। জলের তোড়ে ভেসে যায় একাধিক বাড়ি। এই ঘটনায় মোট সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার করা হয়েছে দু'জনকে।মুখ্যমন্ত্রী সুখু হিমাচলের সাধারণ জনগণকে বাড়ির ভিতরে থাকার এবং নদীর ধারে না

কন্যাশ্রীতে কলেজ স্তরে সেরার শিরোপা পেল মেদিনীপুর সিটি কলেজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : জেলা প্রশাসনের বিচারে কন্যাশ্রী প্রকল্পে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কলেজ গুলোর মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করলো মেদিনীপুর সিটি কলেজ। প্রতিবছর জেলা প্রশাসনের বিচারে কলেজগুলিতে পাঠরত ছাত্রীদের নিরিখে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়ে থাকে।কন্যাশ্রীর দশম বছর উপলক্ষ্যে কন্যাশ্রী দিবসে জেলার কলেজ গুলোর মধ্যে নজর কাড়া সাফল্য পেল শালবনি ব্লকে অবস্থিত মেদিনীপুর সিটি কলেজ। মেদিনীপুর শহরের উপকণ্ঠে ৬০ নম্বর ...
ডিএম খুরশিদ আলি কাদেরী, বিভিন্ন বিভাগের এডিএম গণ, সিএমওএইচ ডাঃ সৌম্য শংকর সারেঙ্গী,মন্ত্রী মানস রঞ্জন ভূঁইয়া, মন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাতো, জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, জেলার বিধায়ক গণ সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কর্ণধার প্রদীপ ঘোষের একক চেষ্টায় গড়ে ওঠা মেদিনীপুর সিটি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে বর্তমানে কুড়িটি বিভাগে স্নাতক পড়ানো হয়, স্নাতকোত্তর স্তরে উনিশটি বিষয়ে পাঠদান হয়ে থাকে। এই কলেজ থেকে ...

যাদবপুর ঘটনায় পথে